## ''অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'' ঃ নামকরণের তাৎপর্য

যেকোন সৃষ্টিধর্মী রচনার ক্ষেত্রে তার লেখকপ্রদত্ত নাম নামমাত্র হতে পারে না। তার নামের মধ্যে একটা বিশেষ তাৎপর্য নিহিত থাকে। কোন সাহিত্যকৃতির নামের মধ্যে দিয়ে সহৃদয় পাঠকদের কাছে তার মূল বক্তব্য বিষয়ের একটা ধারণা প্রকাশ পায়। সংস্কৃত নাট্যকারগণ সাধারণতঃ তাঁদের মূখ্য বা কেন্দ্রীয় চরিত্র, কোন বিশেষ অর্থবহ ঘটনা বা উভয়ের সমন্বয়ে নাটকের নামকরণ করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে সাহিত্যপর্দণকার বিশ্বনাথ বলেন,–

''নাম কার্যং নাটকস্য গর্ভিতার্থপ্রকাশকম্।
নায়িকা-নায়কাখ্যানং সংজ্ঞাপ্রকরণাদিষু।।''

অর্থাৎ যাতে নাটকের অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকাশ পায়, বা নাটকীয় আখ্যানের মূল বক্তব্য। পণ্ডিতগণ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নামটি ব্যাখ্যা করে বলেন —

অভিজ্ঞায়তে অনেন ইতি অভিজ্ঞানম্ (অভি-জ্ঞা + ল্যুট্)। 'করণাধিকরণয়োশ্চ' সূত্রযোগে করণ অর্থে ল্যুট প্রত্যয়। পরে অন্ আদেশ। এর অর্থ হল,–এটি তাই এরূপ নিশ্চয়জ্ঞান বা প্রত্যভিজ্ঞান। তৎ (অঙ্গুরীয়কম্) অভিজ্ঞানহেতোর্হি দত্তং তেন মহাত্মানা। শকুন্তলাম্ অধিকৃত্য কৃতং নাটকম্ শাকুন্তলম্ (শকুন্তলা + অণ্। সূত্র, – 'অধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে।' (অর্থাৎ শকুন্তলা বিষয়ক নাটক)। অভিজ্ঞানং প্রধানং যত্র তৎ অভিজ্ঞানপ্রধানং শাকুন্তলম্ ইতি অভিজ্ঞানশাকুন্তলম্। (প্রধান শব্দ 'শাকপার্থিবাদীনাং সিদ্ধয়ে উত্তরপদলোপস্যোপসংখ্যানম্' – বার্তিক দ্বারা লোপ)।

আর একটি ব্যাখ্যা অনুসারে, অভিজ্ঞায়তে অনেন ইতি অভিজ্ঞানম্। অভিজ্ঞানেন স্মৃতা শকুন্তলা ইতি অভিজ্ঞানশকুন্তলা (পূর্ববৎ স্মৃতা পদের লোপ)। নাটক শব্দের সঙ্গে অভেদোপচার হেতু ক্লীবলিঙ্গ।

এ নাটকের চতুর্থ অংকের বিষ্কম্ভক থেকে আমরা জানতে পরি যে, রাজা দুষ্যন্তকে শকুন্তলা যদি কোন 'অভিজ্ঞানাভরণ' প্রদর্শন করতে পারে তাহলে ঋষি দুর্বাসার শাপের অবসান ঘটবে এবং রাজা শকুন্তলাকে তার পরিণীতা পত্নীরূপে চিনতে পারবেন। ''অভিজ্ঞানাভরণদর্শনেন শাপো নিবর্তিষ্যতে ইতি।'' অর্থাৎ যে কোন স্মারক বা অভিজ্ঞান প্রদর্শন করলেই শাপের অবসান হবে না, কেবল অভিজ্ঞান অলংকার অর্থাৎ স্মারক

আভরণ প্রদর্শনেই শাপমোচন হবে। আশ্রমবালা শকুন্তলাই রাজার কাছে অভিজ্ঞান, কিন্তু তাকে দেখেও শাপের অবসান হয়নি, কারণ সে অভিজ্ঞান হলেও 'আভরণ' নয়। এখানে ''অভিজ্ঞানাভরণ'' বলতে রাজা রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের কালে শকুন্তলার অঙ্গুলিতে স্বনামাংকিত ভাস্বর যে অঙ্গুরীয়কটি পরিয়ে দিয়েছিলেন, তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। রাজাকে আশ্রমে ঘটিত তাঁদের পূর্বপ্রণয় স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য শকুন্তলা আরো দুয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছে। যেমন আশ্রমের লতাকুঞ্জে ''দীর্ঘাপাঙ্গ'' মৃগশিশুর জলপানের কাহিনীটি, কিন্তু তাতেও রাজা শকুন্তলাকে চিনতে পারলেন না। কেননা, এগুলি স্মারক বা অভিজ্ঞান হলেও এগুলির কোনটাই 'আভরণ' নয়।

এখানে 'স্মারক আভরণ' বলতে কেবল রাজা প্রদত্ত শকুন্তলার অঙ্গুলিতে পরিহিত রাজার নামাংকিত ভাস্বর সেই অঙ্গুরীয়কটিকেই বুঝিয়েছে। কিন্তু চরম প্রয়োজনের মুহূর্তে শকুন্তলা তা' রাজাকে প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হওয়ায় রাজা শকুন্তলাকে অত্যন্ত নির্দয় ও রূঢ়ভাবে প্রত্যাখান করলেন। এভাবে নায়ক-নায়িকার মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হল। তপোবন ত্যাগ করে হস্তিনাপুরে পতিগৃহযাত্রাকালে শচীতীর্থে সূর্যবন্দনাকালে রাজাপ্রদত্ত সেই অঙ্গুরীয়কটি শকুন্তলার অঙ্গুলিভ্রষ্ট হয়ে জলে পতিত হয়। সেই কারণে শকুন্তলা রাজাকে অঙ্গুরীয়ক প্রদর্শন করতে অসমর্থ হয়।

অঙ্গুরীয়কটি একটি বৃহৎ রোহিতমৎস্য গলাধঃকরণ করে। পরে শক্রাবতারবাসী কোন ধীবরের জালে মৎস্যটি ধরা পড়লে, তাকে বিক্রী করবার উদ্দেশ্য দ্বিখণ্ডিত করা হয়। তখন মৎস্যটির উদরাভ্যন্তরে রাজার নামাংকিত ভাস্বর অঙ্গুরীয়কটি পাওয়া যায়। অঙ্গুরীয়কটি বিক্রী করবার চেষ্টা করলে ধীবর রক্ষিপুরুষদের হাতে ধরা পড়ে। তাকে বিচারের জন্য রাজার কাছে আনীত হলে, ধীবরের হাতে অঙ্গুরীয়কটি দেখে রাজা মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে তাপবালা শকুন্তলার সঙ্গে তাঁর পূর্বপ্রণয় ও গান্ধর্বপরিণয় স্মরণ করতে সক্ষম হলেন। তারপর পরিণীতা ধর্মপত্নীকে অকারণ প্রত্যাখান করার জন্য দীর্ঘকাল বিরহানলে দগ্ধ হয়ে পরিশুদ্ধচিত্ত রাজা যখন শকুন্তলার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলেন, তখনই মহর্ষি মারীচের তপোবনের শান্ত সুন্দর, শুচিশুভ্র পরিবেশ শকুন্তলা ও দুষন্তের পুনর্মিলন ঘটে।

নাটকটির নামকরণ সঙ্গত হয়েছে কিনা এ বিচারকালে আমাদের মনে পড়বে কালিদাসের পূর্ববর্তী ভাসের চারুদত্ত নাটকের নামানুসারে কালিদাসের এই নাটকের নামও নায়কের নাম আখ্যাত হতে পারতো। কালিদাসের পরবর্তী নাট্যকার শ্রীহর্ষ যেমন নিজ নাটকের নাম রত্নাবলী বা প্রিয়দর্শিকা রেখেছেন, সেভাবে কালিদাসের এই নাটকের নামও

নায়িকার নামানুসারে শকুন্তলা নাম পেতে পারতো। অথবা কালিদাসেরই মালবিকাগ্নিমিত্রম্ বা ভবভূতির মালতীমাধবমের মত নায়কনায়িকা উভয়েরই নামানুসারে শকুন্তলদুষ্যন্তম্ নামে পরিচিত হতে পারতো। কিন্তু কালিদাস নাম রেখেছেন, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্। কারণ এই নাটকে অভিজ্ঞানের বিরাট ভূমিকা অঙ্গীকার করা যায় না। অভিজ্ঞান যদি দুষ্যন্ত না পেতেন তাহলে নাটকটি ট্রাজেডি হয়ে যেত। কাজেই কালিদাস অভিজ্ঞানকে মূল্য দিয়েছেন। কারণ যে শকুন্তলা দুষন্তের দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখাত হয়েছিল, সে অঙ্গুরীয়কমাত্র দর্শনে স্মৃতা ও দুষ্যন্তের পূর্ব ভালবাসা প্রাপ্ত হয়েছিল। অঙ্গুরীয়ক দর্শনে স্মৃতির জাগরণেই দুষ্যন্তশকুন্তলা মারীচাশ্রমে পুনর্মিলিতা হলেন। এত যাতনা, এত বিরহদুঃখ যার জন্য ভোগ করতে হল, সেই অঙ্গুরীয়ক, দুষ্যন্তশকুন্তলার মনে চিরজাগরুক থাকবে। তাই অভিজ্ঞঅনশকুন্তলম্ নাম বড় সার্থক দ্যোতনা। অভিজ্ঞান দুষন্তের মনে শকুন্তলার জন্য সেই আদর এনে দিয়েছিল, যা অনিবার্যভাবে শকুন্তলার প্রাপ্য ছিল। বিরহের নির্বাণে দুষ্যন্তশকুন্তলার সেই আকাঙ্খিত মিলন কাব্যপ্রিয় জগণের হৃদয়মনকে স্পর্শ করে।

এ নাটকে ''অভিজ্ঞানাভরণ'' বৃত্তান্তটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, এইটি নাটকের প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও কিছুটা সপ্তম অংকেও ঘটনার উপর কেবল প্রভাববিস্তার করেনি, উক্ত অংকসমূহের ঘটনাকে বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিতও করেছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, অভিজ্ঞান-আভরণ অর্থাৎ রাজাকর্তৃক তপোবন বালা শকুন্তলাকে প্রদত্ত নিজের নামাংকিত অঙ্গুরীয়কটির মাধ্যমে নায়ক-নায়িকার মধ্যে মিলন সংঘটিত হয়েছে, দৈবক্রমে অঙ্গুরীয়কটি হারিয়ে গেলে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার ভাগ্যে বিচ্ছেদের অভিশাপ নেমে এসেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই ''অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'' নাটকের শীর্ষনাম এ নাটকের পক্ষেসঙ্গত, সমীচীন, শোভন ও গভীর অর্থবহ হয়েছে।